রানি রাসমণি দেবী

গৌরী মিত্র

গ্রন্থতীর্থ
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা — ৭০০ ০৭৩

॥ পূর্বকথা ॥

কালীপদ অভিলাষী রাসমণি দাসীর ঘটনাবহুল জীবনের কথা আমরা অনেকেই জানি না। বিচ্ছিন্নভাবে জানি তাঁর জীবনের কিছু ঘটনার কথা। যেমন বিদেশি তথা ইংরেজ সরকারের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে এ দেশের মৎস্য ব্যবসায়ী তথা জেলেদের জীবন-জীবিকা রাসমণি রক্ষা করেছিলেন। অত্যাচারী নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে রুখে দাড়িয়ে কৃষক প্রজাদের বাঁচিয়েছিলেন। নিজের বাড়িতে গোরা সৈন্যরা আক্রমণ করলে তাদের প্রতিহত করেছিলেন। আমরা আর কী জানি? জানি রাসমণি দেবী দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা করে ধর্মের মিলনক্ষেত্র রচনা করেছিলেন। এই মন্দিরে যুগের ধর্মপ্রবক্তা শ্রীরামকৃষ্ণকে পুরোহিত পদে বরণ রানি রাসমণির এক উজ্জ্বল কীর্তি। এভাবে আমরা রানি রাসমণিকে জানি কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনার মাধ্যমে। তাঁর জীবনের সব ঘটনাকে পূর্বাপরক্রমে সাজিয়ে রচিত তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবনকথা পাঠ করলে জানা যায় যুগের পটভূমিতে রাসমণির অবস্থান ও তাঁর কার্যাবলির তাৎপর্য। যুগের প্রয়োজনে রাসমণি ধর্ম, শিক্ষা, শিল্প, সংস্কৃতি সমাজনীতি, ব্যাবসা ইত্যাদির জাতীয় মান বাঁচানোর জন্য আজীবন উদ্যোগী থেকেছেন। সবেতেই তাঁর অবদান রেখেছেন।

ইতিহাস সময়ের হিসেবে যতই এগিয়ে যাক রাসমণির জীবনচরিত তথা আদর্শ সব যুগের সব মানুষকে পথ দেখাবে। দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দির তথা শ্রীরামকৃষ্ণের সংযোগে রাসমণিকে চেনার প্রয়োজন অবশ্যই আছে; প্রয়োজন আছে তাঁকে তাঁর নিজের জীবনবৃত্তে চেনারও। তা চেনা হলে তবেই তাঁর জীবন তথা কাজের সঠিক মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে।

জীবনবৃত্তের কেন্দ্রবিন্দুতে ব্যক্তি রাসমণি দেবীকে আসীন রেখে রচিত হল এই জীবনীগ্রন্থ।

গৌরী মিত্র

॥ ১ ॥

ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকে প্রত্যেকটি যুগের উত্থানপতনের বিবরণ। উত্থানপতনের মধ্য দিয়েই যুগের সব মানুষের জীবন এগিয়ে চলে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে। মানুষের এগিয়ে চলার পথে নিঃস্বার্থভাবে শামিল থাকেন যুগের মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারীরা। তাঁদের ভূমিকাতেই সব প্রতিবন্ধকতা দূর হয়ে যায়। তারাই পথের দিশারি, পথের কান্ডারি। পথ নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছোলে যুগের পটভূমি মঙ্গলের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। ধ্বনিত হয় বিজয়ের মহাবাণী।

— যাঁরা ঈশ্বরে বিশ্বাসী তাঁরা যুগের মহাপুরুষদের বলে থাকেন অবতার। তাঁরা মনে করেন — যুগের প্রয়োজনেই স্বয়ং ঈশ্বর অবতীর্ণ হন ধরাধামে। অবতার রূপে আবির্ভূত হয়ে তিনি দুষ্কৃতি পরায়ণ তথা দুষ্টদের সংহার করেন, সাধু সজ্জনদের রক্ষা করেন। ঈশ্বরে একান্ত

বিশ্বাসী মানুষরা ঈশ্বর তথা অবতারের স্তুতি বন্দনা করে শ্রীমদ্‌ভাগবত গীতার এই পুণ্য শ্লোকটি উদাত্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করেন—

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতিভারত।
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম।
ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভাবামি যুগে যুগে।

বাংলার মাটিতে নব জাগরণের যুগ— ইতিহাসের এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। উনিশ শতক আর বিশ শতকের মধ্যবর্তী কাল — সুদীর্ঘ এই সময়ের ইতিহাস বাঙালি তথা ভারতীয় মাত্রেরই কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে চিরকাল। এই সময়কালে সংঘটিত সব ঘটনার ফলশ্রুতিতে বাঙালি তথা ভারতবাসীর জীবন থেকে ঘুচে গেছে পরাধীনতার কালিমা। দেশব্যাপী পরিব্যাপ্ত হয়েছে স্বাধীনতার আলোক।

এই পর্যায়ে দেশবাসীর মনে শিল্প, সংস্কৃতি ধর্ম শিক্ষার নতুন ভাবধারা জাগিয়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতার চেতনা জাগিয়ে তোলার জন্যে একান্তভাবে উদ্যোগী-প্রয়াসী হয়েছিলেন ভারতপথিক রামমোহন রায়। রামমোহনের পরবর্তীকালে এ কাজে দৃষ্টান্তমূলক ভূমিকা নিয়েছিলেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে অনন্য অন্যতম হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। রামমোহনের চেয়ে বয়সে একুশ বা বাইশ বছরের ছোটো ছিলেন রাসমণি। আর বিদ্যাসাগরের চেয়ে বয়সে তিনি বড়ো ছিলেন সাতাশ বা আটাশ বছরের। বয়সের ব্যবধান যাই থাকুক — তিনজনেই জন্মেছিলেন

পরাধীন ভারতবর্ষের মাটিতে —এক সংকটময় পরিস্থিতি কালে।

পরাধীন ভারতবর্ষের দুর্যোগ, সংকট দূর করার জন্য রাসমণি সাহসী উদ্যোগ নিয়ে যে বৈপ্লবিক ক্রিয়াকাণ্ড করেছিলেন—তার যথাযথ প্রচার ঘটেনি আমাদের ঔদাসীন্যের কারণে। প্রচার না হওয়ায় তাঁর কাজের মূল্যায়নও ঘটেনি।

ইংরেজ কোম্পানির কর্মচারীদের ও তৎকালীন কিছু জমিদারদের অপশাসন, দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংঘটিত নানা বিদ্রোহের নায়িকার ভূমিকাতেও রাসমণি অবতীর্ণ হয়ে বিপন্ন দেশবাসীর জীবন ও জীবিকা রক্ষা করেছিলেন। বীরাঙ্গনা রাসমণির বৈপ্লবিক কাজকর্মের মূলে ছিল তাঁর স্বদেশপ্রেম। জাতীয় জীবনের ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর ছিল অসীম শ্রদ্ধা।

দেশপ্রেমে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে রাসমণি করে গেছেন একের পর এক সংগঠন সংস্কারমূলক কাজ। কাজ করার জন্য তাঁর ছিল যে সংগ্রামী ভূমিকা—তা প্রতিপন্ন করে তাঁর কর্মসাধনার মহিমা। কর্মসাধিকা রাসমণিকে আমরা অনেকেই চিনি না। আমরা শুধু চিনি তাঁকে এক মহান ধর্মসাধিকা রূপে।

আমরা শুধু জানি—ধর্মপ্রাণা রাসমণি দেবীর ভূমিকায় সমাজে ধর্মের পরিমণ্ডলের কলুষ অনেকটাই দূর হয়ে গেছে। ঘুচে গেছে সব সংকীর্ণতা।

দক্ষিণেশ্বরের মাটিতে রাসমণি রচনা করেছেন ধর্মের

মিলনক্ষেত্র। তাঁর উজ্জ্বল আবিষ্কার—শ্রীরামকৃষ্ণ। 'যত মত তত পথ' সর্বধর্মসমন্বয়কারী এই ধর্মমতের প্রবক্তা শ্রীরামকৃষ্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণকে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে পুরোহিত পদে বরণ করে রাসমণি তাঁকে জনসমক্ষে উপস্থাপিত করেছেন।

ধর্ম যেমন তেমন সমাজ সংসারের শোধন তথা উন্নতিকল্পে রাসমণিকেও রামমোহন, বিদ্যাসাগরের অনুরূপ বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হয়ে বৈপ্লবিক নানা কাজ করতে হয়েছিল। তাঁর অবস্থান রামমোহন, বিদ্যাসাগর, প্রমুখ যুগপুরুষদের মতো সমাজের বহির্মঞ্চে ছিল না। তৎকালীন পুরুষশাসিত সমাজের নারী বন্ধনদশার মধ্যে থেকে — নারীজীবনের সব অনুশাসন মেনে রাসমণি ধর্ম তথা সমাজের সংস্কার এবং সংগঠনের কাজ করেছিলেন।

রাসমণি সম্পাদিত সব কাজ কতটা যুগোপযোগী ছিল— যুগ প্রয়োজনে তিনি কখন কি ভূমিকা নিয়েছিলেন —কেন নিয়েছিলেন এবংবিধ বিষয়গুলি সম্যকভাবে জানতে হলে আমাদের জানা দরকার রাসমণির সম কালীন সমাজের ইতিহাস। সে ইতিহাস জানা থাকলে আমরা রাসমণির প্রত্যেকটি কাজের সঠিক মূল্যায়ন করতে পারব। আমরা বুঝে নিতে পারব তাঁর জীবনের তথা ব্যক্তিত্ব চরিত্রের মহামহিমা।

॥ ২ ॥

রাসমণির জন্ম হয় খ্রিস্টীয় আঠারো শতকের শেষপাদে — ১৭৯৩ সালে। রাসমণির জন্মের অনেক কাল আগেই ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে ঘটেছে পলাশির যুদ্ধ। বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়েছে এই যুদ্ধে। আর তারপর থেকেই বাংলার ইতিহাসে শুরু হয়ে গেছে পট-পরিবর্তনের পালা। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আধিপত্য শুরু হয় ও ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী এই বাংলার মাটিতে কায়েম হয়ে শাসন-শোষণের কাজ শুরু করে দেয়।

এর আগে নবাবি আমলে মানে মুসলমান রাজাদের রাজত্বকালেও বাংলার জনজীবন বিপর্যস্ত হয়েছিল। নবাব বাদশারা অনেকেই ছিলেন স্বেচ্ছাচারী। তাঁদের ভয়ে অনেক হিন্দু প্রজা স্বধর্ম ছেড়ে ইসলামধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল। এ সময়ে বাংলার ঐতিহ্য তথা শিল্প সংস্কৃতির মান ক্ষুণ্ণ হলেও সংস্কৃতি মনস্ক অনেক মুসলমান